চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ১)

জলাবদ্ধতা নিরসনে সেবাসংস্থার সমন্বয় সভায় মেয়র

৩০ জুনের মধ্যে সরছে খালের বাঁধ
পলিথিন বন্ধে শুরু হবে অভিযান

চট্টগ্রাম- ১৪ জুন ২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতার চলমান মেগা প্রকল্পের পুরোপুরি কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নাগরিক দুর্ভোগ কমানোর লক্ষ্যে খালে থাকা সকল বাঁধ চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে অপসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের টাইগার পাসস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে নগরীর জলবদ্ধতা নিরসনে সকল সেবা সংস্থার সমন্বয় সভায় এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা আসে। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম. জহিরুল আলম দোভাষ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(উন্নয়ন) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, চসিক প্রধান কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মো. নুরুল্লাহ নুরী, চসিক সচিব খালেদ মাহমুদ, চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী মাহমুদুল হোসেন খান, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কর্মকর্তা এস.এম মোস্তাইন হোসেন, চউক জলাবদ্ধতা মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের প্রকল্প কর্মকর্তা মেজর পঙ্কজ মল্লিক, সিডিএ'র প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শিবেন্দু খাস্তগীর, প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র বলেন, নগরীতে চলমান জলবদ্ধতা মেগা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি মিলবে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের কাজ ৫০ শতাংশ শেষ হয়েছে। এখনো খালে অস্থায়ী বাঁধ আছে। চউক কর্তৃপক্ষ তা সরাচ্ছে। তবে জলাবদ্ধতা যাতে এবারের বর্ষায় নাগরিক দুর্ভোগ না বাড়ায় তা নিয়ে সব সংস্থার সুচিন্তিত মতামত প্রয়োজন। মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর করতে হবে সব সংস্থাকে। না হয় প্রধানমন্ত্রীর বরাদ্দ দেয়া মেগা প্রকল্পের টাকার অপচয় হবে, যা কাম্য নয়। মেয়র নগরীর জলবদ্ধতার জন্য কর্ণফুলী নদীর ড্রেজিং না হওয়া, নদী খালে পলিথিন ফেলাকে দায়ি করেন। তিনি পলিথিন উৎপাদন বন্ধে চসিকের উদ্যোগে অভিযান শুরুরও ঘোষণা দেন। মেয়র আর.এস ও সি.এস শীট অনুযায়ী নতুন খাল খননের পাশাপাশি বিলীন এবং দখল হওয়া খাল পুনঃরুদ্ধারে উদ্যোগ নেয়ার পক্ষে মত দেন। তিনি চলমান মেগা প্রকল্পের কর্মকর্তাদের স্থানীয় কাউন্সিলরগণদের মতামত ও তাদের সাথে কাজ পরিচালনা করতে বলেন।

চউক কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম জহিরুল আলম দোভাষ বলেন, আমরা সব সেবাসংস্থা সমন্বিতভাবে কাজ করতে চাই। একে অপরকে দোষারোপ করলে কাজ হবেনা। খালে কাজের জন্য যে বাঁধ দেয়া হয়েছে তা চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে অপসারণ হবে। সেনাবাহিনীকে তিনি এ ব্যাপারে বলে দেবেন বলে জানান। সভায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(উন্নয়ন) মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, ২০১৬ সালের মাস্টার প্ল্যানের পরিকল্পনা নেয়ার ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের মতামত না নেয়া হলে এখনই তা নেয়ার আহ্বান জানান। না হয় জলাবদ্ধতা নিরসনের মেগা প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন না হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। চউক কর্তৃপক্ষের চলমান জলাবদ্ধতা নিরসর মেগা প্রকল্পের ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেডের প্রকল্প কর্মকর্তা মেজর পঙ্কজ মল্লিক বলেন, বার বার সব সংবাদ মাধ্যমে মেগা প্রকল্প বলা হলেও সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেড জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজে চউক কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি হয়েছে ৩ হাজার ৮ শত ৪০ কোটি টাকায় এর মধ্যে আমরা পেয়েছি ১ হাজার ৬ শত ৮২ কোটি টাকা। ৩৬ টি খালের মধ্যে আমরা অর্ধেক খালের কাজ করেছি। বাকি অর্ধেক খালের কাজ এখনো বাকি। ড্রেনের কাজ করেছি মাত্র ২৬ কিলোমিটার কাজেই এখনি বেশি কিছু আশা করলে ভুল হবে। চসিক প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম ২০১৬ এর ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়ন করা হয়নি বলেই নগরীতে জলাবদ্ধতা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর সচিত্র প্রতিবেদনে কর্পোরেশনের করা জলাবদ্ধতা নিরসনে সম্পন্ন হওয়া ড্রেনের কাজ ও সম্ভাব্য পরিকল্পনা

উপস্থাপন করেন। এতে কর্পোরেশন ১ হাজার ৬ শত ৭৪ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন করেছে বলে উঠে আসে। এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড ১ হাজার ৬ শত ২০ কোটি টাকার কাজ করেছে বলে জানা যায়। তিনি নগরীতে ১৩ খালের সাথে সমুদ্রের সংযোগ ও ১০ টি খালের সাথে কর্ণফুলী নদীর সংযোগ রয়েছে বলে জানান। কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী খাল খননের পাশাপাশি খালের দুই পাড়ে ২০ ফুটের রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব করেন। যাতে খাল খননের পর খালের মাটি সহজে অপসারণ করা যায়। তিনি নগরীতে নতুন সড়ক সৃষ্টির প্রস্তাবও করেন। চউক কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী হাসান বিন শামস জলবদ্ধতা নিরসনে নির্মাণাধীন জলকপাটের রক্ষণাবেক্ষণে চসিককে প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগের প্রস্তাব দেন। এতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরামর্শও নেয়া যায় বলে তিনি উল্লেখ করেন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী শিবেন্দু খাস্তগীর বলেন জলকপাট নির্মাণে আমরা এখনো ৬০ কোটি টাকার মধ্যে ৪০ কোটি টাকা পেয়েছি। আর জলকপাট নির্মাণের পর যেহেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব চসিকের তাই আমরা যাবতীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে পারি। এ ব্যাপারে সিডিএ, কর্পোরেশন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা যায়। সভায় নির্বিঘ্নে খাল খননের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও জমি অধিগ্রহণে সব সেবাসংস্থা একমত পোষণ করেন।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি - ২)

ব্রাকের কর্মশালায় মেয়র

করোনা মোকাবেলায় এনজিওরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে

চট্টগ্রাম- ১৪ জুন ২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী করোনা মহামারী মোকাবেলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহায়তা নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব নিয়েছেন। কারণ কোভিড নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দেশের মানুষ এখনও তেমন সচেতন নয়। তাই দেশের মানুষকে সচেতন করতে এনজিওরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি আজ ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আয়োজিত এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন ক্যাম্পেইন অন কোভিড-১৯ এসআইডিআর প্রকল্পের অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন কর্পোরেশনের সচিব খালেদ মাহমুদ ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জেসমিন পারভীন জেসি, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম। আরো বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক পিএসইউ এর বিভাগীয় ম্যানেজার মো. নজরুল ইসলাম, ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের মাঠ সমন্বয়কারী সুব্রত টুডু ও কোভিড-১৯ এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন ক্যাম্পেইনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার শেখ মুজিবুল হক। এতে আরো বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক ইউডিপি ম্যানেজার মো. হানিফ উদ্দীন, বিজিএমইএ-র প্রতিনিধি মো. রাশেদুল আলম, চট্টগ্রাম সিভিল সার্জনের পক্ষে ডা. মো. নুরুল হায়দার, শিল্প পুলিশের পক্ষে এ.এস.পি ফজলুল ইসলাম, বিআইএলএস'র সভাপতি শ্রমিক নেতা এ. এম নাজিমউদ্দীন, ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট এর মো. মাসুম বিল্লা প্রমুখ।

সিটি মেয়র আরো বলেন, ব্র্যাক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের জন্য অনেক সুনাম বয়ে এনেছেন। আমার প্রত্যাশা তারা নগরীতে পর্যাপ্ত গণ শৌচাগার স্থাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাথে নাগরিক সেবা কার্যক্রমে যুক্ত হবে। কারণ পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব নগরে স্বাস্থ্যসম্মত গণ শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে বিবেচনায় নিয়ে পরিবেশকে সুরক্ষিত করা আবশ্যক।

চসিকের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত

হোল্ডিং ট্যাক্স ও লাইসেন্স ফি'বাবদ ১৩ লাখ টাকা আদায়

চট্টগ্রাম-১৪ জুন'২০২১খ্রিঃ

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার রাজস্ব সার্কেল - ৩, ৫ ও ৭ এর আওতাধীন এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স আদয়ের লক্ষ্যে রাজস্ব সার্কেল-৩ এর আওতাধীন পশ্চিম বাকলিয়ায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৩ লাখ ২৯ হাজার ৬শত ৪৮টাকা, সার্কেল-৫ এর আওতাধীন রহমতগঞ্জ এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ৫ লাখ ৭৬ হাজার ৪৪ টাকা ও ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫শত ৯০টাকা, সার্কেল-৭ এর আওতাধীন আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকায় হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১ লাখ ৭১ হাজার ৭শত ৩৮ টাকা ও বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ৯৪ হাজার ৪শত ৫০ টাকাসহ সর্বমোট হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ ১০ লাখ ৭৭ হাজার ৪শত ৩০টাকা এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ ২ লাখ ৪৩ হাজার ৪০টাকা আদায় করা হয়। এছাড়াও অভিযানে ট্রেড লাইসেন্স বিহীন ব্যবসা পরিচালনা দায়ে সাতটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৪ হাজার ৫শত টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়কল্পে এ অভিযান চলমান থাকবে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী ও স্পেসাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌসের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক ভাবে এই আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা করেন সিটি কর্পোরেশনের সংশিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ।

সংবাদদাতা
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন,
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩